

ডিম্বের সন্ধান এবং রাশেদ খালীফা ও তার ম্যাথিমটিকল মিরাকল অব কোরআন তত্ত্ব নাস্তিকের ধর্মকথা

একঃ ডিম্বের সন্ধান

আমার পূর্ববর্তী 'ধর্মে বিজ্ঞানঃ নিম্ন গাছে আমার সন্ধান' প্রবন্ধে (এ বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় দ্রঃ) এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছিলাম, "আফসোস তৈরী হয়, নিজ হাতে লেখার পরেও কেন আল্লাহ গোটা কোরানে একবারো সরাসরি উল্লেখ করতে পারলেন না যে, পৃথিবী গোলাকার"

লেখাটি মুক্তমনায় প্রকাশিত হইবার পর, হঠাৎই সেইদিন একবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখিলাম তিনি সদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "মহান আল্লাহ পাক রাসুলু আলামিন কোরআন মাজীদে পৃথিবীর 'গোলাকার' আকৃতি এরশাদ করিয়াছেন"। আমার তো ভীমিডি খাইবার দশা, হায়! হায়! ইহা তিনি কি বলিতেছেন। চক্ষু রগড়াইয়া দেখিলাম আল্লাহ পাকের সেই বানী, "And we have made the earth egg shaped".[Al-Qur'an 79:30]

যাহার মানে দাঁড়াইতেছে পৃথিবীকে আল্লাহ পাক ডিম্বাকৃতির করিয়া বানাইয়াছেন!

আমি দুইটি জিনিস বুঝিতে পারিলাম না -

- ডিম্বাকৃতি ব্যাপারটা 'গোলাকার' হইয়া গেল কেমন করিয়া,
- আর দুই- ছোট বেলায় বিজ্ঞানের বইয়ে পড়িয়াছিলাম - পৃথিবীর আকৃতি নাকি কমলালেবুর মত - উত্তর দক্ষিণে খানিকটা চাঁপা। কেহ তো আমাকে বলে নাই পৃথিবীর আকৃতি ডিম্বাকার। ডিম্বের তো জানি উত্তর দক্ষিণে ছুঁচালো।

তারপরো যাহা হোক, কাল বিলম্ব না করিয়া আমার সেই প্রবন্ধখানির জন্য নাকে খত দিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আরম্ভ করি। যদিও আমি কোরআন মাজীদের কয়েকখানি অনুবাদ আদ্যপান্ত পাঠ করিয়াই উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়াছিলাম, তথাপি বিশালাকায় কোরআন পাক পাঠকালে উক্ত আয়াত হয়তোবা কোন কুক্ষণে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়াছিল ইহা ভাবিয়া মনে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতেছিলাম।

তো, আমার সেই প্রবন্ধখানিতে আমার এই বক্তব্য তুলিয়া নিবার ও করজোরে স্কন্দা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যাইতেছিলাম। ইত্যবসরে কি মনে করিয়া জহরুল হক সাহেবের অনুবাদখানি খুলিয়া দেখিলাম। ৭৯ নম্বর সূরা। সূরা আন নাযিয়াত। ৩০ নম্বর আয়াত।

এবার আবারো ভীমড়ি খাইবার দশা। অনুবাদে ডিম্ব খুঁজিয়া পাইলাম না। অনুবাদে যাহা পাইলাম তাহা এইরূপঃ "আর পৃথিবী-এর পরে তাকে প্রসারিত করেছেন"। ভাবিলাম, জহরুল সাহেবের অনুবাদের উপর নির্ভর করা ঠিক হইবে না। অন্য অনুবাদের খবর লইতে হইবে। ঢুকিলাম যথার্থ অনুবাদ ওয়ালা ইসলামী সাইট কোরআন শরীফ ডট অর্গে। সেইখানেও দেখি অনুবাদ করা হইয়াছে এইরূপে:

"পৃথিবীকে এরপরে তিনি বিস্তৃত করেছেন"

"And after that He spread the earth "

তথাপি মন ভরিলো না। ভাবিলাম, বিজ্ঞান যেহেতু বলিয়াছেন সেহেতু নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ডিম্ব পাওয়া যাইবেই যাইবে। তাই খুঁজিতে থাকিলাম। এবার আরেকটি সাইটে* খোঁজ লাগাইলাম। সেইখানেও দেখি :

YUSUFALI: "And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse)"

PICKTHAL: "And after that He spread the earth"

SHAKIR: "And the earth, He expanded it after that"

কিছুখানি দমিয়া যাইলেও হতাশ হইলাম না, কেননা ইহার মধ্যেই ডিম্ব খুঁজিয়া পাইবার দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। প্রথমে ভাবিলাম, সেই বিজ্ঞানের শরনাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হইবে। ওনাকে বিস্তারিত জানাইলে তিনি সদয় হইয়া আমাকে একখানি সাইটের লিংক (http://www.irf.net/irf/dtp/dawah_tech/t15/t15b/pg1.htm) দিলেন। খুশীমনে সেইখানে ঢুকিয়া দেখিলাম তাহা কোরআন শরীফের অনুবাদমূলক সাইট নহে, বরং কোরআনকে নিয়া বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবমূলক সাইট। সেইখানে অবশ্য ডিম্ব সংক্রান্ত একখানা আলোচনা পাইলাম। একই ধরণের আলোচনা পরবর্তীতে আরেক বিজ্ঞানের একখানি আলোচনাতেও দেখিলাম যাহা মহাগুরু জাকির নায়েক সাহেবের আলোচনা হইতে অনুবাদকৃত। তাহাই এইখানে তুলিয়া দেওয়া সকলের জন্য সুবিধাজনক হইতে পারে:

بَعْدُ

وَالْأَرْضَ

دَحَاهَا

ذِكْرُكَ

"And we have made the earth egg shaped" [Al-Qur'an 79:30]

"এবং আমি পৃথিবীকে তৈরী করেছি ডিম্বাকৃতিতে।" (আল কুরআন - ৭৯ : ৩০)

* <http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/079.qmt.html>

এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় : প্রদত্ত আয়াতে আরবী শব্দ **دَحَاهَا** (দাহাহা) মানে ডিম্বাকৃতি। ইহা বর্ধিত হওয়াকেও বুঝায়। **دَحَاهَا** (দাহাহা) শব্দটা এসেছে "দুহিয়া" থেকে যার অর্থ বিশেষভাবে অর্দ্রিচ পাখির ডিম যেটা geospherical সাইজের, ঠিক পৃথিবীর আকৃতির মতো"।

অবশেষে ডিম্বের সন্ধান পাইয়া কিছুখানি আশ্বস্ত হইলেও একেবারে নির্ভর হইতে পারিলাম না। মাথায় প্রশ্ন আসিয়া বড়ই ক্লেশ তৈরী করিতে লাগিলো: **دَحَاهَا** অর্থ যদি ডিম্বাকৃতিই হইবে তবে কেনবা সকল অনুবাদে (এই পর্যন্ত ১১ জন কৃত অনুবাদ দেখিয়াছি, আরো দেখিতেছি..) বিস্তৃত, spread, extended, wide expanse প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইলো?

তাই ভাবিলাম এইবারে **دَحَاهَا** শব্দ খানি দেখা যাউক। যেইভাবে সেই কাজ। ড. ফজলুর রহমান সাহেবের বাংলা-আরবী অভিধানে দেখিলাম, বাংলা একাডেমির অভিধানেও দেখিলাম এবং সর্বশেষে নেটেও কয়েকখানা অনলাইন ডিকশনারি সাইটে দেখিলাম।

সর্বত্রই পাইলাম এইরূপ অর্থ: **دَحَا** অর্থ বিস্তৃত, spread, extended প্রভৃতি অর্থসমূহ। আর **هَا** অর্থ এই, এটি বা This। দুঃখের সহিত লক্ষ করিলাম যে, কোথাও কোন রূপ ডিম্ব পাওয়া যাইতেছে না। দুহিয়া শব্দটিও খোঁজার চেষ্টা করিলাম, উল্টোদিকে উটপাখির ডিম্ব, ডিম্ব, ডিম্বাকৃতি, উটপাখি প্রভৃতি শব্দসমূহের আরবী প্রতিশব্দও খুঁজিয়াও কোথাও **دَحَاهَا** বা "দুহিয়া" পাইলাম না। মন ভাঙিয়া যাইবার দশা যখন দেখিলাম ডিম্বের আরবী হইল **آل-বাইজা** (بيضة, بيضة, شخص متساهل)। দেখিলাম ডিম্বাকৃতির আরবী **بيضاوي**। দেখিলাম উটপাখির আরবী **من النعامة, النعامه** [†]

ব্যর্থ মনোরথে হাল ছাড়িয়া দেওয়ার আগে শেষ চেষ্টা চালাইলাম। তাফসীর দেখিলাম। সমস্ত মুসলিম বিশ্বে শ্রদ্ধার পাত্র **Ibn Kathir** এর কোরআন তাফসীর (<http://www.tafsir.com/default.asp?sid=79&tid=56986>) দেখিতে লাগিলাম। যাহা পাইলাম তাহা এইরূপ:

"Then Allah says,

[**دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ**]

(And after that He spread the earth,) He explains this statement by the statement that follows it,

[**أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا**]

[†] (http://online.ectaco.co.uk/main.jsp?jsessionid=bc30ebf38e09352d3074?do=e-services-dictionaries-word_translate1&direction=1&status=translate&lang1=23&lang2=ar&source=egg)

(And brought forth therefrom its water and its pasture.) It already has been mentioned previously in Surat Ha Mim As-Sajdah that **the earth was created before the heaven was created, but it was only spread out after the creation of the heaven. This means that He brought out what was in it with a forceful action. This is the meaning of what was said by Ibn `Abbas and others, and it was the explanation preferred by Ibn Jarir.** In reference to the statement of Allah,

[وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا]

(And the mountains He has fixed firmly,) meaning, He settled them, made them firm, and established them in their places. And He is the Most Wise, the All-Knowing. He is Most Kind to His creation, Most Merciful. Allah then says,

[وَلَا نُنْعِمُكُمْ مَّتَعًا لَكُمْ]

(As provision and benefit for you and your cattle.) meaning, **He spread out the earth,** caused its springs to gush forth, brought forth its hidden benefits, caused its rivers to flow, and caused its vegetation, trees, and fruits to grow. **He also made its mountains firm so that it (the earth) would be calmly settled with its dwellers,** and He stabilized its dwelling places. All of this is a means of beneficial enjoyment for His creatures (mankind) providing them of what cattle they need, which they eat and ride upon. He has granted them these beneficial things for the period that they need them, in this worldly abode, until the end of time and the expiration of this life."

এইবারে ভাবিলাম, থাক আর কাজ নেই। এত খুঁজিয়াও যেহেতু ডিম্বের খোঁজ মিলিতেছে না, তবে আমার বরাতে সম্ভবত ডিম্ব নাই। কিন্তু দুই দুই জন বিজ্ঞ মহাশয় এবং মহাশুরু জাকির নায়েকের কথাও বা অবিশ্বাস করি কেননে? শেষে তাই ভাবিলাম, ওনারাও সম্ভবত বেঠিক কিছু বলেন নাই। আসলেই কোরআনে উক্ত আয়াতে ডিম্বের কথা বলা হইয়াছে। তবে তাহা হয়তোবা উটপাখির নহে, অশ্বের হইবার সম্ভাবনাই অত্যাধিক।

দুইঃ রাশেদ খালীফা, ম্যাথমেটিকল মিরাকল অব কোরআন এবং কোরআন টেম্পারিং

গত কয়েকদিন ডিম্ব খুঁজতে খুঁজতে অবস্থা একেবারে কেরোসিন। শেষে তো হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।

কিন্তু পুরো ছাড়িনি।

তার ফলও পেলাম হাতেনাতে। অবশেষে ডিম্ব পেলাম। অশ্ব ডিম্ব নয়, একেবারে উটের ডিম্ব। এখান থেকেই دَحَاهَا অর্থ যে ডিম্বাকৃতির তা সকলে প্রথম জানতে পারে।

লিংকটি হচ্ছে সাবমিশন ডট অর্গের (<http://www.submission.org/suras/sura79.html>), আরবী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন রাশেদ খালীফা। অনুবাদটি আগে দেখে নিই:

[79:30] He made the earth egg-shaped.

এবং শেষে স্পেশাল নোটও আছে:

79:30 The Arabic word “dahhaahaa” is derived from “Dahhyah” which means “egg”.

অবশেষে ডিম্বের সন্ধান পেয়ে আমি তো যারপরনাই খুশী। এবং এই রাশেদ খালীফার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞবোধ করতে থাকি। সেই কৃতজ্ঞতারোধের জায়গা থেকেই তাঁর প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠি এবং ওনার সম্পর্কে খোঁজ খবর করা শুরু করে দেই।

রাশেদ খালীফা:

তিনি মূলত একজন বায়োকেমিস্ট ছিলেন। মিশরে জন্ম হলেও ১৯৫৯ সালে আমেরিকায় বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করতে যান এবং সেখানেই থেকে যান। তিনি ইউনাইটেড স্টাটস অফ সাবমিশন ইন্টারন্যাশনাল (USI) নামে গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন, যারা নিজেদেরকে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করত। এই গ্রুপ কখনো ইসলাম শব্দ ব্যবহার করেনি, বদলে ব্যবহার করে সাবমিশন এবং মুসলিমের বদলে ব্যবহার করে সাবমিশন। (http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa#Life)

ম্যাথমেটিকাল মিরাকল অব কোরআন এর জনক:

রাশেদ খালীফা ১৯৭৪ সালে তার বিখ্যাত ম্যাথমেটিকাল মিরাকল অব কোরআন প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের মূলে আছে একটি সংখ্যা ১৯। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এ আছে ১৯ টি অক্ষর, মোট সুরার সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, আয়াতের সংখ্যা ৬০৪৬ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, মোট অক্ষর ১৬২১৪৬ যাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এমন আরো বিশাল একটি তালিকা তিনি বের করেন, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য বা কোন না কোন ভাবে ১৯ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কোরআনের বাইরেও তিনি প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার মধ্যেও তিনি ১৯ কে নিয়ে আসেন (যেমন হ্যালির ধুমকেতু ৭৬ বছর (১৯*৪) পর পর আবির্ভূত হয়)।

রাশেদ খালীফার মতে এই ১৯ এর ব্যাপারটি কোরআনের ৭৪ নম্বর সুরাতেই বিদ্যমান।

আল্লাহর ম্যাসেঞ্জার:

এরপরে তিনি নিজেকে আল্লাহর ম্যাসেঞ্জার হিসাবে দাবী করেন।

(<http://islam.thetruecall.com/modules.php?name=News&file=article&sid=292>)। তিনি কোরআনের ৩:৮১ কে নিজের মত করে অনুবাদ ও তাফসীর করে জানান যে, প্রোফেট বা রাসূল হলেন তারা যারা আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত হন, এবং ম্যাসেঞ্জার হলো তিনি যিনি রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত ওহীকে যথার্থতা প্রদান করবেন। তিনিই কোরআনকে তার প্রকৃত রূপে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন বিধায় তিনি সেই ম্যাসেঞ্জার।

কোরআনের আরো দুটো সুরার আয়াতে জোর করে নিজের নাম বসিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে নীচের লিঙ্ক থেকে ৮১: ২২ পড়ুন-
<http://www.submission.org/suras/sura81.html>

[81:22] Your friend (**Rashad**) is not crazy.

অথচ, ইউসুফ আলী, পিকখাল কিংবা শাকির – কারো অনুবাদেই ঐ আয়াতে রাশাদের নামের উল্লেখ নেই।

একই কাজ রাশাদ খালীফা করেছেন সুরা ৪২:২৪ এও -

[42:24] Are they saying, "He (**Rashad**) has fabricated lies about GOD!"? If GOD willed, He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of the innermost thoughts.

ইউসুফ আলী, পিকথাল কিংবা শাকির – কারো অনুবাদেই ঐ আয়াতে রাশাদের নামের উল্লেখ নেই, তা বলাই বাহুল্য।

এবারে আবার ম্যাথমেটিকাল মিরাকল দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে তিনিই সেই ম্যাসেঞ্জার। তিনি এই আবিষ্কার জানান ১৯৭৪ সালে। এই ১৯ এর অলৌকিকত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ৭৪ নম্বর সুরায়, তিনি এই আবিষ্কার করেন ১৯৭৪ সালে। এই বছরটি হলো হিজরী ১৪০৬। ১৪০৬ = ১৯*৭৪। অতএব, তিনিই আল্লাহর ম্যাসেঞ্জার। (<http://www.submission.org/tampering.html>)

কোরআনকে যথার্থতা প্রদানঃ

এই আর্টিকেলটি (<http://www.submission.org/tampering.html>) পড়লে মোটামুটি তার খিউরিটি বুঝা যাবে। তিনি বলেন, দুনিয়া জুড়ে যে দাবী করা হয় সর্বত্র কোরআন অবিকল একই- তা আসলে ঠক নয়। কোরআনের অনেকগুলো ভার্শন পৃথিবীতে ছিল এবং আছে যেগুলোর একটির সাথে আরেকটিতে ব্যবধান বিদ্যমান। মিশরীয় এডিশনে প্রাপ্ত দুনিয়ার প্রাচীণ Tashkent কোরানের সাথে মিলিয়ে দেখলেও বুঝা যায় এই ব্যবধান। আজকের মোটামুটি যে গোটা দুনিয়ায় মোটামুটি একই ধরণের আদর্শ কোরআন পাওয়া যায় তা ১৯২৪ সালে মিশরের কায়রোতে ছাপানো এবং পরবর্তীতে সৌদি বাদশা ফাহাদের ছাপানো।

তিনি এরপরে জানান, এসব কোরআনের বিভিন্ন কপিতে মনুষ্যকৃত ভুল থেকে গিয়েছে। এবং প্রকৃত কোরআন পাওয়া সম্ভব সেই ১৯ দিয়েই। এভাবে তিনি কোরআনকে পরিবর্তনে (তার মতে শুদ্ধ ও সঠিক কোরআন উদ্ধারে) নামেন।

সেখানে ধরে ধরে বিভিন্ন শব্দের শেষে, মাঝে শুরুতে অক্ষর দেয়া, আয়াত বাড়ানো-কমানো প্রভৃতি কাজ সমূহ করেন- যার ভিত্তি ছিল ১৯ খিউরি।

কোরআন টেম্পারিং – খালীফা স্টাইল

রাশেদ খালীফার সবচেয়ে বড় অসাধুতা হল তার প্রানপ্রিয় ১৯ তত্ত্বকে স্বার্থকতা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব কোরআন টেম্পারিং- করতেও দ্বিধাবিহীন হন নি। একটি উদাহরণ দেই। কোরানের ‘আল তওবা’ সুরাটিতে মোট ১২৯ টি আয়াত আছে। ইউসুফ আলী, পিকথাল এবং শাকির সবার অনুবাদ থেকেই এটি দেখা যায়। পাঠকেরা নীচের লিঙ্কটিতে গেলেই দেখতে পাবেন কোরানের উল্লিখিত সুরাটিতে আয়াত আছে ১২৯টি :

<http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html>

আমি এখান থেকে ৯: ১২৮ এবং ৯: ১২৯ আয়াত দুটো উল্লেখ করছি –

009.128

YUSUFALI: Now hath come unto you a Messenger from amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful.

PICKTHAL: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful.

SHAKIR: Certainly a Messenger has come to you from amongst yourselves; grievous to him is your falling into distress, excessively solicitous respecting you; to the believers (he is) compassionate,

009.129

YUSUFALI: But if they turn away, Say: "Allah sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"

PICKTHAL: Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no Allah save Him. In Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.

SHAKIR: But if they turn back, say: Allah is sufficient for me, there is no god but He; on Him do I rely, and He is the Lord of mighty power.

এবার প্রিয় পাঠক রাশেদ খালীফার কোরাণে চোখ বুলান –

<http://www.submission.org/suras/sura9.htm>

দেখবেন সেখানে ৯: ১২৮ এবং ৯: ১২৯ এর অস্তিত্বই নেই! পুরোপুরি গায়েব!!!!

এই হচ্ছে রাশাদ খালীফার ম্যাথমেটিকাল মিরাকল অব নাইকিন – কখনো তাঁর ইচ্ছেমত আয়াত গায়েব করে কখনো বা বাড়তি আয়াত বসিয়ে দিয়ে কোরানকে ‘অলৌকিক’ বানিয়েছেন তিনি।

প্রশ্নঃ

১। কোনটি ঠিক?

২। রাশেদ খালীফা যদি বৈঠক হন, তবে তার প্রচারিত খিউরি দিয়ে দুর্বল মুসলমানদের ইমান শক্ত-পোক্ত করার চেষ্টা কেমন?

নাস্তিকের ধর্মকথা, বাংলাদেশ থেকে লেখন। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে তিনি আন্তর্জালে লিখে থাকেন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নামে নিজস্ব ব্লগ আছে তার। ইমেইল - nastikerdharmakatha@gmail.com